তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা ও বোড়ো ভাষার ধ্বনিতত্ত্বগত তুলনা

প্রতিটি ভাষায় ধ্বনির ক্ষেত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা অন্য ভাষার ধ্বনিসমূহ থেকে স্বতন্ত্রতা নির্দেশ করে। এই স্বাতন্ত্র্যের অন্যতম প্রধান অভিজ্ঞান হ'ল ধ্বনিসমূহের নিজস্ব উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য। একটি ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার ধ্বনিতত্ত্বগত তুলনা করলে এই স্বতন্ত্রতাকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়।

১. ধ্বনির শ্রেণিকরণে ধ্বনিগুলিকে প্রধানত দু'টো শাখায় বিভক্ত করা যায় ঃ (১) স্বরধ্বনি এবং (২) ব্যঞ্জনধ্বনি।

১.১. স্বরধ্বনি ঃ

বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনি (Vowel Phonemes) সাতটি — অ, আ, অ্যা, ই, উ, এ, ও। এই ধ্বনিগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণিকরণ[১] করা যায় —

সারণি নং - ১

		সম্মুখ (Front)	কেন্দ্রীয় (Central)	পশ্চাৎ (Back)
		প্রসারিত (Spread)	মধ্যস্থ (Neutral)	কুঞ্চিত (Rounded)
উচ্চ (High)	সংবৃত (Close)	ই i		উ u
উচ্চ-মধ্য (High-mid)	অর্ধসংবৃত (Half Close)	এ e		ও O
নিম্ন-মধ্য (Low-mid)	অর্ধবিবৃত (Half Open)	অ্যা æ		অ' ɔ
নিম্ন (Low)	বিবৃত (Open)		আ a	

বোড়ো ভাষায় (ধ্বনিতত্ত্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত) স্বরধ্বনি ছ'টি — অ, আ, ঔ, ই, উ, এ। ই, উ, এ - এই তিনটি স্বরধ্বনি বাংলার মতো যথাক্রমে উচ্চ/সংবৃত এবং সম্মুখ ধ্বনি, উচ্চ/সংবৃত এবং পশ্চাৎ ধ্বনি, উচ্চমধ্য / অর্ধসংবৃত সম্মুখ ধ্বনি। 'ঔ' বোড়ো ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বরধ্বনি।

অ ঃ

বাংলা 'অ' ধ্বনি থেকে বোড়ো 'অ' ধ্বনির উচ্চারণ অনেকটাই পৃথক। বাংলা 'অ' ধ্বনি নিম্নমধ্য (Low-mid) এবং অর্ধ-বিবৃত (Half open) স্বর, বোড়ো ভাষায় অ-ধ্বনি উচ্চ-মধ্য এবং অর্ধ-বিবৃত স্বর। কিন্তু জিহ্বার প্রসারণের দিক থেকে উভয়েই পশ্চাৎ (Back) স্বর এবং ওষ্ঠের আকৃতিগত সাম্যে বোড়ো এবং বাংলা ভাষায় অ-ধ্বনিটি কুঞ্চিত (rounded)।

বাংলা 'অ' ধ্বনিটির উচ্চারণ প্রবণতা লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাংলা 'অ' - স্বর ধ্বনির উচ্চারণ অধিকাংশ সময়েই 'ও' হয়ে যায়, যেমন - অতি > ওতি, অগ্নি > ওগ্নি, অঙ্গুলি > ওঙ্গুলি, অধুনা > ওধুনা ইত্যাদি।"[২] তবে তিনি 'অ' - ধ্বনির স্বাভাবিক উচ্চারণ বজায় থাকার কথাও উল্লেখ করেছেন।

'অ'- ধ্বনির এরূপ উচ্চারণ প্রবণতার ধ্বনিতাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিজনবিহারী ভট্টাচার্য বলেছেন, "বাঙ্গালা শব্দের শেষ অক্ষরে যদি 'অ' স্বর থাকে এবং সেই 'অ' যদি গ্রস্ত না হয়, তাহার উচ্চারণ হয় কতকটা 'ও' - এর মতো। যেমন, মত - মতো, গত - গতো, ভাল - ভালো, গেল - গেলো ইত্যাদি।"[৩] দ্বিতীয়ত "শব্দের গোড়ায় র-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে যদি নিহিত অ ধ্বনি থাকে তবে সে অ-ধ্বনি ও ধ্বনিতে পরিণত হয়। শ্রমকে তাই বলি শ্রোম্, ভ্রমকে বলি ভ্রোম্, ভ্রমনকে বলি ভ্রোমোন্। ব্রত শব্দের ব্রোতো, গ্রস্তকে বলি গ্রোস্‌তো, প্রস্থানকে বলি প্রোস্‌থান্। তৃতীয়ত, যে সব শব্দ একটিমাত্র সিলেবল নিয়ে তৈরী, তাদের শেষে ন্ ধ্বনি থাকলে তার আগের অ ও হয়ে যায়। মন, বন, ধন, মণ, জন। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে - রণ, শণ, গণ।

চতুর্থত শব্দের দ্বিতীয় সিলেবলে য-ফলা বা ক্ষ থাকলে আগের অ বা নিহিত অ ও হয়ে যায়। এর কারণ য-ফলা বা ক্ষ পরে থাকলে উচ্চারণে একটা দ্বিত্ব আসে। সেই দ্বিত্বের প্রভাবেই পূর্ববর্তী অ ও হয়ে যায়। যেমন— দক্ষ (দোক্‌খো), যক্ষ (জোক্‌খো), শল্য (শোল্‌লো), গব্য (গোব্‌বো), সদ্য (শোদ্‌দো), বধ্য (বোদ্‌ধো)।

পঞ্চমত, দুই বা তার বেশি সিলেবলযুক্ত শব্দের দ্বিতীয় সিলেবলে অ-ধ্বনি থাকলে তা ও হয়ে যায়। উদাহরণ - আসন (আসোন), পরম (পরোম), চরণ (চরোন্), গরম (গরোম্), তরল (তরোল), বাদল (বাদোল), অবসর (অবোশর্) , অপমান (অপোমান্)।

ষষ্ঠত, শব্দের গোড়ায় র-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে যদি নিহিত অ-ধ্বনি থাকে, সেই অ ও হয়ে যায়।

প্রথা, শ্রবণ, গ্রহ, গ্রহণ, প্রথম, স্রষ্টা। অবশ্য হ্রস্ব, হ্রদ, ক্রয়, এগুলো ব্যতিক্রম।"[৪]

বোড়ো ভাষায় 'অ' ধ্বনির 'ও' কার প্রবনতা পরিলক্ষিত হয় না। তবে 'অ' অন্তঃশ্বাসমূলক মহাপ্রাণরূপে (Inbreathing Aspiration) উচ্চারিত হয়। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষায় (কামরূপী) "শব্দস্থিত স্বরধ্বনি প্রায়শ অন্তঃশ্বাসমূলক মহাপ্রাণ (Inbreathing Aspiration) ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত স্বরধ্বনিরও এই উচ্চারণ হয়। শব্দের উচ্চারণে যে ঝোঁক আসে, এই মহাপ্রাণতার ফলে তা পরিশেষে ধ্বনিরও পরিবর্তন ঘটায়।... এই বিশেষ উচ্চারণভঙ্গি ভোটবর্মী ভাষার উচ্চারণরীতির প্রভাব বলে মনে হয়।"[৫] যেমন — অহ্কারণ < অকারণ, অহ্নাচার < অনাচার, অহ্ভাগিনী < অভাগিনী, পহ্রাণ < পরান ইত্যাদি।

বোড়ো ভাষায় 'অ' ধ্বনির রূপান্তর নিম্নরূপ —

অ > ঔ	-	বছর > বৌসৌর
		জন্ম > জৌনৌম
অ > আ	-	কপাল > খাফাল
অ > এ	-	লণ্ঠন > লেণ্ঠন > লেনথন
অ > উ	-	হনুমান > হুনুমান

আ ঃ

সংস্কৃতে 'আ' দীর্ঘস্বর, কিন্তু বাংলায় 'আ' হ্রস্ব স্বর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সংস্কৃত আ স্বরের হ্রস্বরূপ সংস্কৃত অ। বাংলা হ্রস্ব আ অর্থাৎ 'অ' আমাদের উচ্চারণে আ নাম নিয়েই আছে ঃ যেমন — চালা, কাঁচা, রাজা। এসব আ একমাত্রার চেয়ে প্রশস্ত নয়। সংস্কৃত আ-কারযুক্ত শব্দ আমরা হ্রস্ব মাত্রাতেই উচ্চারণ করি, যেমন 'কামনা'।"[৬]

বাংলা ও বোড়ো ভাষায় আ নিম্ন বিবৃত এবং কেন্দ্রীয় স্বর রূপে চিহ্নিত । কিন্তু বোড়ো ভাষায় 'আ' ধ্বনির অন্তঃশ্বাসমূলক মহাপ্রাণতা সক্রিয়। শব্দের আদ্যন্তে এবং উপান্তে আ-এর মহাপ্রাণতা বেশি পরিমাণে লক্ষ করা যায়।আবার বোড়ো ভাষা সুরপ্রধান ভাষা (Tonal Language) হওয়ায় আ ধ্বনির ক্ষেত্রেও সুরের তীব্রতা বা উচ্চ-নিম্নতা অনুসারে মাত্রাভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন -

আ (উচ্চস্বর) ঃ বা (পিঠে নেওয়া, ক্রি.), জা (খাওয়া, ক্রি.), থাং (যাওয়া, ক্রি.), দান (কাটা, ক্রি.)।

আ (মধ্যমস্বর) ঃ বা (পাঁচ সংখ্যা , বি), জাব্রা (যদি হয়, অব্য.)।

আ (নিম্নস্বর) ঃ বা (এলোমেলো হওয়া, ক্রি), জা (হওয়া, ক্রি.), থাং (জীবিত থাকা, ক্রি.),

দান (মাস, বি.)।

চলিত বাংলায় (Standard Bengali) বোড়ো ভাষার মতো আ ধ্বনির মহাপ্রাণতা না থাকলেও বাংলার আঞ্চলিক স্তরে তা একেবারে দুর্লভ নয়। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের ভাষায় (কামরূপী উপভাষা) আ ধ্বনির অন্তঃশ্বাসমূলক মহাপ্রাণতা সক্রিয়।

যেমন — কাঁচা > কাচ্হা, পন্তা > পাহান্তা।

কুমিল্লার উপভাষায় আদ্যস্বরে শ্বাসাঘাত এবং মহাপ্রাণতার ফলে আদ্য অ আ-তে রূপান্তরিত হয় । যেমন —

অসুখ > আসুখ

অনল > আনল

অমাবস্যা > আমাবস্যা

অষ্ট > আষ্ট

সংস্কৃত ও প্রাকৃত অ-কারও বাংলায় আ-কারে রূপান্তরিত হয়েছে। যথা- সং. অষ্ট > প্রা. অট্‌ঠ > বাং. আট, সং. অদ্য > প্রা. অজ্জ > বাং. আজ ইত্যাদি।

আঁ ঃ

আঁ উচ্চ সংবৃত কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি রূপে বোড়ো ভাষায় উচ্চারিত। ড. প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছেন, "Ō/ represents an unrounded vowel with a range from close to half-close and from central to back. Its range partially overlaps with that of / u o/, but / Ō / has greater lip spreading and it contrasts with /u o / in all relevant positions."[৭] তবে ড. মধুরাম বড়ো আঁ ধ্বনিটিকে উচ্চ সংবৃত পশ্চাৎ ধ্বনি রূপে চিহ্নিত করেছেন।[৮] কিন্তু জিহ্বার অবস্থান, ওষ্ঠের আকৃতি এবং মুখগহ্বরের শূণ্যতার পরিমাপ অনুযায়ী 'আঁ' ধ্বনিটিকে উচ্চ সংবৃত (High Close) এবং কেন্দ্রীয় (Central / Neutral) ধ্বনিরূপেই নির্দেশ করতে হয়। বাংলা ভাষায় (Standard Colloqual Bengali) এই ধ্বনি উচ্চারিত হয় না।

ইঃ

বাংলা ও বোড়ো ভাষায় 'ই' ধ্বনি উচ্চ সংবৃত, সম্মুখ এবং প্রসারিত স্বরধ্বনি। বাংলায় এই ধ্বনিটি কখনো হ্রস্ব আবার কখনো দীর্ঘ উচ্চারিত হতে পারে। কিন্তু বোড়ো ভাষায় 'ই' ধ্বনির ক্ষেত্রে দীর্ঘ উচ্চারণের প্রবণতা বেশি এবং এক্ষেত্রে একটি বিশেষ 'Tone' কাজ করে।

বাংলা 'ই' স্বরধ্বনির পরিবর্তন নিম্নরূপ —

অ+ ই > ও+ ই ঃ যেমন — অতি > ওতি (পরাগত স্বরসঙ্গতি)

ই + আ> ই+ এ ঃ যেমন — শিকা > শিকে (প্রগত স্বরসঙ্গতি)

ই +আ +ই >ই +এ+ ই> ই +ই +ই ঃ যেমন — বিলাতি >বিলেতি > বিলিতি (অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি)

উ + আ +ই > উ + ও+ ই > উ+ উ+ ই ঃ যেমন — উড়ানি > উড়োনি > উডুনি (ঐ)

ই >এ ঃ সিন্দুর >সেন্দুর, হিন্দু >হেন্দু, মুছিয়া > মুছেয়া (কামরূপী)

ই> উ ঃ মরিচ >মরুচ, পুলিশ >পুলুশ (ঐ)

ই >আ ঃ ছুটিয়া > ছুঁড়া (নোয়াখালি উপভাষা)

ই ধ্বনির আগম (অপিনিহিতি) —

আজি > আইজ > আজ

কালি > কাইল > কাল

করিয়া > কইর্‌য়া > করে

ভাবিয়া > ভাইব্যা > ভেবে

বোড়ো ভাষাতেও অনুরূপ ধ্বনি পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন —

ই > এ- ইঁদুর > এনজর

ই > উ- শিমুল > সুমুলি

উ ঃ

বাংলা ও বোড়ো উভয় ভাষাতেই 'উ' উচ্চ, সংবৃত এবং পশ্চাৎ ধ্বনি। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ বলেছেন, "বাংলায় উচ্চ পশ্চাৎ স্বরধ্বনি হচ্ছে গোলাকার /উ/। এই ধ্বনি গঠনের সময় জিহ্বামূল দ্রুত ওপরে উঠে এসে নাসিকা গহ্বর বন্ধ করে দেয়। ঠোঁটের আকৃতি প্রায় গোলাকার থাকে। /ও/ স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভের আকৃতি যেমন থাকে, /উ/ উচ্চারণের সময়ও তার কোন পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। কিন্তু সমস্ত বাক-প্রত্যঙ্গ জিহ্বা-মূলের কাছাকাছি থাকে এবং সেজন্যে পেছনের জিভের সাহায্যে বক্রাকার সৃষ্টি হয় বলে জিভের পাতা অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ থাকে এবং নীচের পাটি দাঁতের দিকে জিভের আগা পর্যায়ক্রমে পেছনের দিকে সরে আসে। জিভের গোড়া ও গলনালীর পেছনের অংশে সঙ্কীর্ণপথ সমগ্র পশ্চাৎ স্বরধ্বনি গঠনের সময় সাধারণ বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত হয় এবং/উ/ স্বরধ্বনি গঠনের সময় অন্যান্য পশ্চাৎ স্বরধ্বনির চেয়ে সামান্য ওপরে ওঠে।"[৯] অন্যদিকে ড. প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছেন, বোড়ো ভাষায় 'উ' ধ্বনি উচ্চারণের সময় ওষ্ঠের আকৃতি (Shape of the lips) বাংলার মতো গোলাকার নয়, অকুঞ্চিত (Unrounded)।[১০] জিভের অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত সামনের দিকে এগিয়ে আসে।

বাংলায় 'উ' স্বরধ্বনির রূপান্তর নিম্নরূপ -

স্বরসঙ্গতি ঃ

উ + আ + ই >উ + উ + ই	ঃ	উরানি > উড়ুনি
ই + আ + ই > ই + উ + ই	ঃ	নিড়ানি > নিড়ুনি
		পিটানি > পিটুনি
উ + আ > উ + উ	ঃ	কুড়াল > কুড়ুল
উ + আ > উ + ও	ঃ	জুতা > জুতো
		পূজা > পুজো
উ + অ > উ + উ	ঃ	উপড় > উপুড়
		পুতল > পুতুল

পদমধ্য ও পদের শেষে আ-কারের পরে উ-কার থাকলে তা অপিনিহিতির ফলে লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন —

সং. সাধু >ম-বাং. সাউধ > আ- বাং. সাধু,

সং. আকুল> ম-বাং. আউল > আ-বাং. আ-লা

এছাড়াও আঞ্চলিক স্তরে (Dialect) 'উ' ধ্বনির বিভিন্ন রূপান্তর লক্ষ করা যায়। যেমন —

(ক) কামরূপী উপভাষায় রূপান্তর ঃ

উ > হ	ঃ	উখান (ওইটি) > হুখান, লাউ > লাহু , মুকুলে > মুহুলে
উ> ই	ঃ	পাকুড় > পাখিড়ি , আজুলি (< আজুরী < আদুরী) > আজিলী
উ > অ	ঃ	উঠানো > অঠানো, উখরানো > অখরানো
উ > আ	ঃ	বাহু > বাহা
উ >ও	ঃ	পড়ুক > পড়োক
উ >এ	ঃ	নূপুর > নেফুঁর

(খ) 'কলকাত্তাই বুলি'-তে

উ > ও	ঃ	শুয়োর > শোর
		দুয়ার > দোর
		উত্তর > ওতোর

উ + আ > উ + উ ঃ উড়ানি> উড়ুনি, পূজারি > পুজুরি

(গ) শব্দ মধ্যস্থ ব্যঞ্জনযুক্ত 'উ' অনেক সময় দ্বিমাত্রিকতার প্রভাবে লুপ্ত হয়। কিন্তু এইরূপ ব্যতিক্রম সচরাচর দেখা যায় না। উদাহরণ ঃ চিরুনি > চির্‌নি

বোড়ো ভাষাতেও 'উ' ধ্বনির রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। যেমন —

উ > ই	ঃ	লিচু > লিসি
ই > উ	ঃ	শিমুল > সুমুলি

এ ঃ

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ বলেছেন — "উচ্চ -মধ্য সম্মুখ পর্যায়ের একটা স্বরধ্বনি বাংলায় ব্যবহৃত, এটা হচ্ছে/ এ/ । উচ্চ-মধ্য সম্মুখ অগোলাকৃতি স্বরধ্বনি গঠনের সময় ঠোঁট বিস্তৃত হয়ে থাকে এবং ঠোঁটের ফাঁক / ই/ স্বরধ্বনি গঠনের চেয়ে সামান্য বড় হয়ে থাকে। জিহ্বামূল নাসিকা গহ্বর খোলার পথ বন্ধ করে দেয়, কিন্তু জিহ্বামূল ততখানি ওপরে ওঠে না। জিভের আকৃতি অনেকাংশে / ই / স্বরধ্বনি উচ্চারণের

অবস্থায় থাকে, শুধুমাত্র পার্থক্য হ'ল যে /এ/ উচ্চারণের সময় জিভ ও তালুর মধ্যেকার দূরত্ব বেশী হয়ে থাকে। জিভের সম্মুখতার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত স্বল্প।’’[১১] অন্যদিকে বোড়ো ভাষায় ‘এ’ স্বরধ্বনি উচ্চ-মধ্য (High-mid), অর্ধ - সংবৃত (Half close) এবং সম্মুখ ধ্বনি রূপে চিহ্নিত হলেও কখনো কখনো বিবৃত (Open) এবং প্রসৃত স্বর (Retracted vowel) রূপে উচ্চারিত হয়।

বাংলায় ‘এ’ ধ্বনির রূপান্তর নিম্নরূপ —

এ > অ্যা ঃ এক > অ্যাক, মেঘ > ম্যাঘ,
মেলা > ম্যালা, কেশ > ক্যাশ,
যেমন > য্যামন, খেত > খ্যাত,
দেশ > দ্যাশ,
তেল > ত্যাল,

এ > অ্যা ঃ গেল > গ্যালো,
ছেলে > ছেল্যা (বীরভূমী), একটি > এ্যাকটো, (বীরভূমী).

প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা (কামরূপী) ঃ

এ > অ্যা ঃ চেতন > চ্যাতন,
তেলেঙ্গা > ত্যালেঙ্গা,
রেল> অ্যাল,

এ > আ (প্রলম্বিত উচ্চারণ) ঃ টেরা > ট্যাআরা
দেচ্ছে >দ্যায়ছে (দিচ্ছে)

এ >ও / অ ঃ মেলিয়া >মোলিয়া
নারিকেল >নারিকল

বোড়ো ভাষাতেও বাংলার কোন কোন আঞ্চলিক ভেদের (এ > ই = সেখানে >সিখানে, এদিকে > ইদিক, এটি >ইটি) মতো এ > ই রূপান্তর লক্ষ করা যায়। যেমন -

খেজুর > খিজুর (বোড়ো)

লেবু> লিবু

বেজি > বিজি

ও ঃ

বাংলায় উচ্চ-মধ্য অর্ধসংবৃত এবং পশ্চাৎ ধ্বনি / ও/ । এটি কুঞ্চিত (Rounded) স্বরধ্বনি। বোড়ো ভাষায় উক্ত স্থানে 'অ' উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ বাংলা / ও / ধ্বনির উচ্চারণ বোড়ো ভাষায় অ-এর মতো।

চলিত বাংলার পশ্চাৎ তালুজাত অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি অঞ্চল বিশেষে সংবৃত স্বরধ্বনি 'উ'-এর মতো উচ্চারিত হয়।

উদাহরণ ঃ	লোক > লুক (ময়মনসিংহ)
	দোষ > দুষ
	বোকা > বুকা
	বিধবা >বিধুবা
	আমোদ >আমুদ
	খোকা > খুকা

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ভাষায় (উপভাষা)[১২] স্বরসঙ্গতি প্রভাবিত 'ও' ধ্বনির রূপান্তর —

ও > অ	ঃ	কোদাল > কদাল
		গোটা > গটা
		গোসাই > গসাই
		ঘোড়া> ঘড়া
		সোজা > সজা
		সোনা >সনা

বোড়ো ভাষার সঙ্গে এই প্রবণতার সম্পূর্ণ মিল লক্ষ করা যায়।

প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষায় (কামরূপী) —

ও > অ	ঃ	কোমর > কমর
		গোলাম >গলাম
		ডোবা> ডভা
		ধোকড়া >ধকড়া
ও > এ	ঃ	ওষুধ > এযুদ
ও > উ	ঃ	কোন >কুন

বোড়ো ভাষার ঋণকৃত শব্দে (Loan Word) 'ও' ধ্বনির পরিবর্তন নিম্নরূপ ঃ

ও > অ ঃ ওল > অল (বোড়ো)

কোদাল > খদাল

গোঁসাই >গসাই

বোবা > ববা

এখানে উল্লেখ করা যায় যে প্রান্তবঙ্গের (উত্তরবঙ্গ) ভাষার সঙ্গে বোড়ো ভাষার সাধারণ প্রবণতাগত মিল লক্ষণীয়। মূল প্রবণতা হ'ল ও > অ।

অ্যা ঃ

নিম্ন-মধ্য, অর্ধ-বিবৃত এবং সম্মুখ স্বরধ্বনি 'অ্যা'। "এই ধ্বনি উচ্চরণের সময় ঠোঁট প্রধানত নিরপেক্ষ থাকে, অবশ্য যদিও তা সামান্য বিস্তৃত হতে পারে। জিহ্বামূল ওপরে উঠে নাসিকাগহ্বর বন্ধ করে দেয়। এখানে অন্যান্য সম্মুখ স্বরধ্বনির মতই জিভের আকৃতি বিদ্যমান। যতক্ষণ না জিভের পশ্চাৎ অংশ সমান্তরাল হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মুখগহ্বরের মধ্যে জিভ নিচুতে অবস্থান করে। জিভের পাতার সামনের অংশ শক্ত তালু থেকে দূরে থাকে। অধিজিভের বিপরীতে জিভের গোড়া মানানসই অবস্থায় থাকে।"[১৩]

ভাষাবিদ সুকুমার সেন বলেছেন, "এই ধ্বনিটির উৎপত্তি হইয়াছে দুইভাবে। এক, অন্ত্য মধ্যযুগে ই-কার অ-কারের সন্ধির ফলে মধ্য ও অন্ত্য অক্ষরে; দুই, একাক্ষর উচ্চারণে আদ্য অক্ষরে এ-কারের বিবৃত উচ্চারণে।"[১৪] যেমন —

১. ম-বাং. করিআ (করিয়া) >কর‍্যা

ম-বাং. আসিআ > আস্যা

২. এক্ > অ্যাক্

তেল্ > ত্যাল্

বোড়ো ভাষায় 'অ্যা' ধ্বনির অস্তিত্ব নেই।

১.২. দ্বিস্বরধ্বনি (Diphthongs) ঃ

"একটা বিশেষ ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবেশে দুটো স্বরধ্বনি যখন পাশাপাশি অবস্থান করে এবং একই প্রয়াসে উচ্চারিত হয়, তখন দ্বিস্বর ধ্বনি গঠিত হয়ে থাকে।"[১৫] বাংলায় দ্বিস্বরধ্বনির সংখ্যা নির্ণয়ে দ্বিমত আছে, তবে

বাংলায় (Standard Colloquial Bengali) মাত্র দুটি দ্বিস্বরধ্বনির জন্য দু'টি বর্ণ আছে। একটি 'ঐ', অন্যটি 'ঔ'।

ঐ = ও + ই (ই অর্ধস্বর)

ঔ = ও + উ (উ অর্ধস্বর)

তবে দ্বিস্বরধ্বনি পুরো দুটি ধ্বনি নিয়ে গঠিত হয় না। একটি পূর্ণ এবং একটি অর্ধ এই দেড়খানি ধ্বনি নিয়ে দ্বিস্বরধ্বনি। ধ্বনি বিজ্ঞানে দ্বিস্বরের এই দেড়টি ধ্বনিকে একটি সিলেবল ধরা হয়।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের মতে আদর্শ কথ্য বাংলায় পঁচিশটি যৌগিক স্বর বা দ্বিস্বর পাওয়া যায়। মহম্মদ আবদুল হাই লিখেছেন, বাংলা ভাষায় ধ্বনিগত দিক থেকে নিয়মিত ও অনিয়মিত মোট একত্রিশটি যৌগিক স্বর পাওয়া যায়। "কিন্তু এ দুটির কোনওটিই সঠিক বক্তব্য বলে মনে হয় না। সুনীতিকুমার তাঁর তালিকায় এমন কতকগুলোকে যৌগিক স্বর হিসেবে রেখেছেন যেগুলো বস্তুতপক্ষে দেড়খানি নয় দুটি পূর্ণ স্বরধ্বনির উদাহরণ। যেমন ইয়া (ia), ইয়ে (ie), এয়া (ea), উয়ো (uo) ইত্যাদি।"[১৬] তাই পবিত্র সরকার মনে করেন আদর্শ কথ্য বাংলায় দ্বিস্বরধ্বনি সতেরোটি।[১৭]

এই সতেরোটি দ্বিস্বরধ্বনি হল —

১. ইই (দিই, নিই)
২. ইউ (পিউ, মিউ)
৩. উই (শুই, রুই, ধুই)
৪. এই (এই, সেই, নেই)
৫. এউ (ভেউ ভেউ, কেউ)
৬. ওই (ওই, পই পই, সই, কই, মই)
৭. ওউ (বউ, মউ, ভৌ ভৌ)
৮. ওয় (শোয়, ধোয়)
৯. ওও (শোও, ধোও)
১০. আই (যাই, খাই, ভাই, তাই)
১১. আউ (দাউ দাউ, হাউ মাউ)
১২. অ্যাও (ম্যাও, শ্যাওলা, নেওটা)
১৩. অ্যায় (দেয়, নেয়)

১৪. আয় (যায়, খায়, পায়, হায়)

১৫. আও (যাও, খাও, পাও, চাও, গাও, দাও)

১৬. অয় (ভয়, সয়, নয়, ক্ষয়, জয়)

১৭. অও (নও, সও, হও, সওদা, চওড়া)

বোড়ো ভাষাতেও দ্বিস্বরধ্বনির সংখ্যা নির্ণয়ে মতান্তর আছে। তবে বাংলার মতো একটি দ্বিস্বর ধ্বনির জন্য একটি বর্ণ আছে। বর্ণটি হল 'ঔ', যা বোড়ো ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বরধ্বনি। ড. প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্য ও মধুরাম বড়োর অনুসরণে তুলনামূলকভাবে কিছু দ্বিস্বরধ্বনিকে সারণির সাহায্যে উল্লেখ করা যায়।

১.৩. বাংলা ও বোড়ো ভাষার দ্বিস্বরধ্বনি ঃ

সারণি নং - ২

দ্বিস্বরধ্বনি	বাংলা প্রয়োগ	বোড়ো প্রয়োগ
ইউ	পিউ, মিউ	ঠিউ (হঠাৎ), গিউ (ঘি)
আউ	হাউ , মাউ	লাউ (বাংলা লাউ অর্থে), জাউ (dig)
উই	সই, কই, মই	রুই (কোমল)
এউ	ভেউ ভেউ, কেউ	এউ (ভাজাকরা), থেউবৗ (তথাপি)
আও	যাও, খাও, পাও	থাও (অ) (অর্থ তেল)
আই	যাই, খাই, ভাই	সিআই (হাই তোলা)
অয়	ভয়, সয়, জয়	গয় (সুপারি)
আয়	যায়, খায়, পায়	নায় (তাকানো), বিমায় (মামা)

এছাড়াও বোড়ো ভাষায় অসংখ্য দ্বিস্বরধ্বনির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন —

ঔই - মৗইসৗ (মশা)

ইঔ - গিয়ৗ (ভয় করা)

আঔ - রাজৗ (রাজা) ইত্যাদি।

১.৪. ত্রিস্বর ধ্বনি (Triphthong) ঃ

বাংলা ও বোড়ো দু'টি ভাষাতেই ত্রিস্বর ধ্বনি পাওয়া যায়। যেমন —

বাংলা ভাষায় ত্রিস্বর ঃ

ইয়াও - মিয়াও

এইয়ো - হেঁইয়ো

আওয়া	-	আওয়াজ, খাওয়া
আইয়ো	-	বাইয়ো, নাইয়ো
ওইয়ে	-	কইয়ে
আইয়ে	-	গাইয়ে, নাচিয়ে
অওয়া	-	কওয়া, বওয়া ইত্যাদি

বোড়ো ভাষার ত্রিস্বর ধ্বনি ঃ

আউআ	-	মাউআ (অলস)
অউআ	-	হউআ / হউয়া (পুরুষ)
আইঅ	-	আইঅমা (এক ধরনের পোকা)
আঅআ	-	বাঅআ (ভুলে না যাওয়া)
উআই	-	রুআই > রুয়াই (ক্লান্ত) ইত্যাদি।

১.৫. চতুঃস্বর ধ্বনি (Tetraphthong) ঃ

বাংলার মতো বোড়ো ভাষাতেও চতুঃস্বর ধ্বনি লক্ষ করা যায়। যেমন -

বাংলা ঃ আওয়াও (খাওয়াও), আওয়াই (খাওয়াই, দাওয়াই), অওয়াও (কওয়াও) ইত্যাদি।

বোড়োঃ ইউইউ - রিউরিউ (Indistinct)

২. ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ

২.১. বাংলা ভাষার বর্ণ-মালায় পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে, কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনি আছে ত্রিশটি। উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায় — ওষ্ঠ্য, দন্ত্য, দন্তমূলীয়, মূর্ধন্য, তালব্য, কণ্ঠ্য ও কণ্ঠনালীয়।

সারণি নং ৩

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ ঃ প্রতিহত (স্পর্শ) ও ঘৃষ্ট ধ্বনি (Bengali Stops & Affricates) ঃ

						দ্বি-ওষ্ঠ্য/দ্বিওষ্ঠ ওষ্ঠ্য (Bi-labial/Labio-Labial)	জিহ্বাগ্রীয় দন্ত্য (Apico-Dental)	জিহ্বাগ্রীয় দন্তমূলীয় (Apico-alveolar)	জিহ্বাগ্রীয় প্রাক্-তালব্য/প্রতিবেষ্টিত (Apico-Prepalatal/Retroflex)	জিহ্বাফলকীয় তালু-দন্তমূলীয় (Laminal Palato-alveolar)	পশ্চ-জিহ্ব জিহ্বামূলীয় (Dorso-Velar)	স্বরযন্ত্রীয় (Glottal/Laryngeal)	দ্বি-ওষ্ঠ্য পশ্চ-জিহ্ব-জিহ্বামূলীয় (Bilabial Dorso-Velar or Labio-Velar)
প্রতিহত/স্পর্শ (Occlusive/Stop)	মৌখিক (Oral)	সম্পূর্ণ বাধাযুক্ত With Complete Stricture	মধ্যগামী (Median)	অঘোষ Voiceless	অল্পপ্রাণ Non-aspirate	প্‌ p	ত্‌ t̪		ট্‌ ʈ		ক্‌ k		
					মহাপ্রাণ Aspirate	ফ্‌ p^h	থ্‌ t̪^{h}		ঠ্‌ ʈ^h		খ্‌ k^h		
				সঘোষ Voiced	অল্পপ্রাণ Non-aspirate	ব্‌ b	দ্‌ d̪		ড্‌ ɖ		গ্‌ g		
					মহাপ্রাণ Aspirate	ভ্‌ b^h	ধ্‌ d̪^{h}		ঢ্‌ ɖ^h		ঘ্‌ g^h		
ঘৃষ্ট (Affricate)	মৌখিক (Oral)	সূচনায় সম্পূর্ণ বাধাযুক্ত, সমাপ্তিতে আংশিক বাধাযুক্ত With complete stricture at the beginning, and partial stricture at the end.	মধ্যগামী (Median)	অঘোষ Voiceless	অল্পপ্রাণ Non-aspirate					চ্‌ cʃ			
					মহাপ্রাণ Aspirate					ছ্‌ cʃ^h			
				সঘোষ Voiced	অল্পপ্রাণ Non-aspirate					জ্‌ ɟʒ			
					মহাপ্রাণ Aspirate					ঝ্‌ ɟʒ^h			

সারণি নং ৪

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ ঃ প্রবাহিত/প্রবাহী ধ্বনি (Bengali Continuants) ঃ

						দ্বি-ওষ্ঠ্য/দ্বিওষ্ঠ ওষ্ঠ্য (Bi-labial/Labio-labial)	জিহ্বাগ্রীয় দন্ত্য (Apico-Dental)	জিহ্বাগ্রীয় দন্তমূলীয় (Apico-Alveolar)	জিহ্বাগ্রীয় প্রাক্-তালব্য/প্রতিবেষ্টিত (Apico-Pre-palatal/Retroflex)	জিহ্বাফলকীয় তালু-দন্তমূলীয় (Laminal Palato-alvelor)	পশ্চ-জিহ্ব জিহ্বামূলীয় (Dorso-Velar)	স্বরযন্ত্রীয় (Glottal/Laryngeal)	দ্বি-ওষ্ঠ্য পশ্চ-জিহ্ব জিহ্বামূলীয় (Bi-labial Dorso-Velar or Labio-Velar)
প্রবাহিত / প্রবাহী (Continuants)	নাসিক্য Nasal					ম্‌ m		ন্‌ n			ঙ্‌ ŋ		
	মৌখিক Oral	আংশিক বাধাযুক্ত (With Partial Stricture)	উষ্ম Fricative/Spirant	মধ্যগামী (Median)	সংকীর্ণ (Groove)		(স্‌) (s)			শ্‌ ʃ			
					প্রশস্ত (Slit)							হ্‌ h	
			কম্পিত Trill/Rolled					র্‌ r					
			তাড়িত Tap/Flap	অল্পপ্রাণ (Non-Aspirate)					ড়্‌ ɽ				
				মহাপ্রাণ (Aspirate)					ঢ়্‌ ɽ^h				
		প্রায় বাধাহীন (Almost without stricture)	নৈকট্যধ্বনি Approximant	মধ্যগামী (Median)						য়্‌ e̯/j			ওয় o̯/w
				পার্শ্বিক (Latural)				ল্‌ l					

১. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন ঃ প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্ এই পাঁচটি ব্যঞ্জনধ্বনি বাংলায় বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য (Labio-labial) ধ্বনি।

২. দন্ত্যব্যঞ্জন ঃ বাংলা ভাষায় ত্, থ্, দ্, ধ্, এই চারটি দন্ত্য ধ্বনি (Dental Sound)।

৩. দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন ঃ র্, ল্, ন্, স্ এই চারটি দন্তমূলীয় ধ্বনি (Alveolar Sound)।

৪. মূর্ধন্য ব্যঞ্জন ঃ ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ড়্, ঢ়্ এই ছয়টি মূর্ধন্যধ্বনি (Retroflex Sound)-রূপে চিহ্নিত। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে উক্তধ্বনিগুলির উচ্চারণ স্থান ঠিক মূর্ধা নয়, শক্ত তালুর অগ্রভাগ। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উক্ত ধ্বনিগুলিকে উত্তরদন্তমূলীয় (Supra alveolar) বা অগ্রবর্তী প্রতিবেষ্ঠিত (Forward or Pre-retroflex) ধ্বনি বলে অভিহিত করেছেন।[১৮]

৫. তালব্য ব্যঞ্জন ঃ চ্, ছ্, জ্, ঝ্, শ্ এই পাঁচটি তালব্য ধ্বনি (Palatal Sound)। ড. রামেশ্বর শ' উক্ত তালব্য ধ্বনিগুলিকে তালুদন্তমূলীয় ধ্বনি (Palato-alveolar Sound) রূপে চিহ্নিত করেছেন।[১৯]

৬. কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন ঃ ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্ - এই পাঁচটি কণ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি।

৭. কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন ঃ বাংলা ভাষায় কণ্ঠনালীয় বা স্বরতন্ত্রীয় ধ্বনি (Laryngeal Sound or Glottral) একমাত্র - 'হ্'।

বোড়ো ভাষায় উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন — ওষ্ঠ্য, দন্তমূলীয়, তালব্য, দন্তমূলতালব্য এবং ঊর্ধ্বকণ্ঠ্য।

১. ওষ্ঠ্য ঃ বোড়ো ভাষায় ফ্, ব্, ম্, ৱ্ (v/w) দ্বিওষ্ঠ্য বা বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য ধ্বনি (Bi-labil or Labio labial)।

২. দন্তমূলীয় ধ্বনি ঃ থ্, দ্, ন্, স্, জ্ (z), র্, ল্, এই সাতটি দন্তমূলীয় (Alveolar Sound) ধ্বনি।

৩. দন্তমূল তালব্য ঃ খ্, গ্, ঙ্ - এই তিনটি ধ্বনি দন্তমূল তালব্য (Alveolar-palatal) ধ্বনি।

৪. তালব্য ঃ বোড়ো ভাষায় য় (y) তালব্য ধ্বনি (Palatal Sound)।

৫. ঊর্ধ্বকণ্ঠ্য ধ্বনি ঃ জিহ্বামূল এবং ঊর্ধ্বকণ্ঠ্যের (Pharynx) পেছনদিকে শ্বাসবায়ু বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ঊর্ধ্বকণ্ঠ্য ধ্বনির সৃষ্টি হয়। বোড়ো ভাষায় 'হ্' ঊর্ধ্বকণ্ঠ্য ধ্বনি (Pharyngeal Sound)। বাংলা ভাষায় এরূপ ধ্বনির উচ্চারণ দেখা যায় না।

উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনি ত্রিশটি এবং বোড়ো ভাষায় ষোলোটি ব্যঞ্জনধ্বনি পাওয়া যায়। থ্, দ্, বাংলায় দন্ত্যধ্বনি (Dental Sound) হলেও বোড়ো ভাষায় দন্তমূলীয় (Alveolar) ধ্বনি।

২.২. উচ্চারণ - প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ ঃ

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে কেবলমাত্র উচ্চারণ স্থানই গুরুত্বপূর্ণ নয়, উচ্চারণ প্রক্রিয়া বা প্রকৃতিও গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে এইভাবে ভাগ করা যায় ঃ (১) ঘোষ ও অঘোষ, (২) স্পর্শধ্বনি, (৩) অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি, (৪) উষ্মধ্বনি, (৫) ঘৃষ্টধ্বনি, (৬) রণিত ধ্বনি, (১০) অর্ধস্বর। বোড়ো ভাষায় উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিকে এইভাবে, ভাগ করা যায় ঃ (১) ঘোষ ও অঘোষ, (২) স্পর্শ ধ্বনি, (৩) অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি, (৪) আনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি, (৫) উষ্ম ধ্বনি, (৬) কম্পিত ধ্বনি, (৭) পার্শ্বিক ধ্বনি, (৮) উষ্মতাহীন প্রবাহী ধ্বনি বা অর্ধস্বর।

২.২.১. সঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি ঃ (Voiced, Voiceless)

যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চরণের সময় স্বরতন্ত্রীর (Vocal cords) কম্পনজাত অনুরণন বা ঘোষতা (Voice) সৃষ্টি হয় তাকে সঘোষ ধ্বনি (Voiced Consonant) বলে। উচ্চারণে ঘোষতা বা অনুরণন একেবারে না থাকলে তাকে অঘোষ ধ্বনি (Voiceless or Breathed Consonant) বলা হয়। উক্ত বিচারে গ্, ঘ্, জ্, ঝ্, ড্, ঢ্, দ্, ধ্, ব্, ভ্, র্, ড়্, ঢ় বাংলা ভাষায় ঘোষতা বা অনুরণনের জন্য সঘোষ (voiced) ব্যঞ্জনধ্বনি। অন্যদিকে ক্ খ্, চ্, ছ্, ট্, ঠ্, ত্, থ্, প্, ফ্ - এই ধ্বনিগুলি অঘোষ (Voiceless) ধ্বনি, কারণ উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে কোন অনুরণন বা কম্পন জাগে না।[২০]

বোড়ো ভাষায় ব্, দ্, গ, ম্, ন্, ঙ্, জ্, হ্, র্, ল্, ৱ্ (v/w) - এই ধ্বনিগুলি সঘোষ ধ্বনি। ফ্, থ্, খ্, স্, য়্, — এই ধ্বনিগুলি অঘোষ ধ্বনি।

২.২.২. স্পর্শধ্বনি, স্পৃষ্ট ধ্বনি (Plosives, Stop, Occlusives) ঃ

যে ধ্বনিসমূহ উচ্চারণের সময় বায়ুপ্রবাহ ফুসফুস ও ঠোঁটের মাঝখানে কোন স্থানে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং পরে বায়ু অবরোধকারী দুটি বাক্ প্রত্যঙ্গ ফাঁক হয়ে বায়ু সজোরে বেরিয়ে পড়ে। এই ভাবে উৎপন্ন ধ্বনিকে স্পর্শ ধ্বনি বা স্পৃষ্ট ধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় স্পর্শ ধ্বনির সংখ্যা নির্ণয়ে মতান্তর আছে। অধ্যাপক পবিত্র সরকারের মতানুযায়ী ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্, ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্, প্, ফ্, ব, ভ্, ম্ - এই উনিশটি চলিত বাংলার স্পর্শধ্বনি।[২১] অধ্যাপক সরকার চ্, ছ্, জ্, ঝ্ - এই চারটি ধ্বনিকে স্পর্শ ধ্বনি বলতে চাননি। বলা যায় চ্, ছ্, জ্, ঝ্ বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে স্পর্শ ধ্বনি নয়, ঘৃষ্ট ধ্বনি।

বোড়ো ভাষায় স্পর্শ ধ্বনির সংখ্যা ছয়টি ফ্ ,ব্ ,থ্, দ্, খ্ ,গ্।

২.২.৩. অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ ধ্বনি ঃ (Unaspirated, aspirated)

যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু কম পরিমাণে নির্গত হয় তাকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি (unaspirated Sound)। বাংলায় বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম ধ্বনি এবং য্, র্, ল্, ব্ অল্পপ্রাণ ধ্বনির উদাহরণ। বোড়ো ভাষায় ব্, দ্, গ্, স্, জ্ অল্পপ্রাণ ধ্বনি। কিন্তু অন্তঃশ্বাসমূলক মহাপ্রাণতার জন্য অল্পপ্রাণ ধ্বনি অনেক সময় মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়।

অন্যদিকে যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে সময় শ্বাসবায়ু বেশি পরিমাণে ও জোরে নির্গত হয় এবং হ্-কার জাতীয় নিশ্বাস ধ্বনি যুগপৎ উচ্চারিত হয়ে থাকে তাকে মহাপ্রাণ ধ্বনিরূপে চিহ্নিত করা হয়। যেমন ক্ + হ্ = খ্, গ্ + হ্ = ঘ্, ট্ + হ্ = ঠ্, চ্ + হ্ = ছ ইত্যাদি। বাংলায় খ্, ঘ্, ছ্, ঝ্, ঠ্, ঢ্, থ্, ধ্, ফ্, ভ্ মহাপ্রাণ ধ্বনি। বোড়ো ভাষায় ফ্, থ্, খ্ মহাপ্রাণ ধ্বনি।

২.২.৪. **উষ্মধ্বনি** (Fricatives) ঃ

ফুসফুস থেকে শ্বাসবায়ু বেরিয়ে আসার সময় বায়ু প্রবাহের পথ কখনও কখনও সংকীর্ণ হয়ে গেলে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাস প্রলম্বিত হয় অর্থাৎ ঘর্ষণ-জাত শিস্ ধ্বনির সৃষ্টি হয়। একে উষ্মধ্বনি (Fricative) বলে। বাংলা ভাষায় তিনটি উষ্মধ্বনি - শ্ স্ হ্। অনেকে 'ষ্'-কেও উষ্মধ্বনি বলেন। তবে বাংলা ভাষায় ষ্, শ-এরই সহধ্বনি (allophone)।

বোড়ো ভাষায় স্, জ্ (z) হ্, এই তিনটি উষ্মধ্বনি।

২.২.৫. ঘৃষ্টধ্বনি (Affricates) ঃ

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখবিবরের পথ প্রথমে স্পর্শধ্বনির মতো সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং পরে সেই বাঁধা উষ্মধ্বনির মতো আংশিক বাধায় পরিণত হয়, অবশেষে কিছুটা পথ খুলে গিয়ে ঘর্ষণ জনিত ধ্বনির সৃষ্টি হয়। সেই ধ্বনিকে ঘৃষ্টধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় চারটি ঘৃষ্টধ্বনি আছে — চ্, ছ্, জ্, ঝ্। বোড়ো ভাষায় ঘৃষ্টধ্বনির উচ্চারণ লক্ষ করা যায় না।

২.২.৬. কম্পিত ধ্বনি (Trill/Rolled) ঃ

শ্বাসবায়ু প্রবাহের পথে জিহ্বা যদি বারবার বাঁধা দেয় বা জিভের ডগা দন্তমূলকে স্পর্শ করে তবে এক ধরনের কম্পনের সৃষ্টি হয়। জিহ্বার কম্পনজাত এইরূপ ধ্বনিকে কম্পিত ধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় একমাত্র 'র্' -ই কম্পিত ধ্বনি। অন্যদিকে বোড়ো ভাষাতেও 'র্' কম্পিত ধ্বনি।

২.২.৭. নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (Nasal Sound) ঃ

যে ধ্বনি ফুসফুস থেকে বেরিয়ে এসে মুখগহ্বরের কোন স্থানে বাঁধা পেয়ে নাসাপথে বেরিয়ে যায় এবং আনুনাসিক অনুরণন (Nasal Resonance) সৃষ্টি করে তাকে নাসিক্য ব্যঞ্জন বলে। চলিত বাংলায় ঙ্, ন্, ম্ এই তিনটি নাসিক্য ব্যঞ্জন। বোড়ো ভাষাতেও অনুরূপভাবে ঙ্ , ন্, ম্ তিনটি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি।

২.২.৮. পার্শ্বিক ধ্বনি (Lateral Sound) ঃ

পার্শ্বিক ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখের মাঝখানে শ্বাসবায়ু অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং জিভের সম্মুখ ভাগের দুই পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসে। 'ল্' বাংলা ভাষায় একমাত্র পার্শ্বিক ধ্বনি। বোড়ো ভাষাতেও 'ল্' একমাত্র পার্শ্বিক ধ্বনি।

২.২.৯. তাড়িতধ্বনি (Flapped/Tap) ঃ

ভাষাবিদ রামেশ্বর শ' বলেছেন, "শ্বাসবায়ুর গতিপথে জিহ্বার সম্মুখপ্রান্ত যদি তালুকে বারবার নয়, মাত্র একবারই, টোকা দেবার মতো শুধু একটু ছুঁয়ে যায় এবং শ্বাসবায়ু তাকে জোরে সরিয়ে দেয় — এত জোরে যে মনে হয় যেন জিভটিকে তাড়না করছে — তবে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তাকে তাড়িত ধ্বনি (Flapped/ Tap) বলে।"[২২] বাংলা ভাষায় ড়্ ও ঢ়্ তাড়িত ধ্বনি। কিন্তু বোড়ো ভাষায় তাড়িত ধ্বনি নেই। তবে আগন্তুক শব্দে (Loan Word) ড়, ঢ়্ সর্বদা র্-তে রূপান্তরিত।

২.২.১০. নৈকট্য ধ্বনি (Approximant) ঃ

"ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারক ও নিম্নস্থ উচ্চারক কাছাকাছি আসার (approximation) ফলে যদি তাদের মধ্যবর্তী পথটি বেশী সঙ্কীর্ণ না হয়, তবে শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথে ঠিক বাঁধা সৃষ্টি হয় না, শুধু একটু বাধার ভাব থাকে, এ অবস্থায় শ্বাসবায়ুর যাতায়াতে কোনো ঘর্ষণ ধ্বনির সৃষ্টি হয় না; এইভাবে সৃষ্ট ধ্বনিকে ঘর্ষণহীন প্রবাহী ধ্বনি (Frictionless contindua‌nt) বলে।"[২৩] আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানীরা এই প্রকার ধ্বনিকে বলেছেন 'Approximant'। ভাষাবিদ রামেশ্বর শ' একে বলেছেন 'নৈকট্য ধ্বনি'। বাংলায় একে 'উষ্মতাহীন প্রবাহী ধ্বনিও (Frictionless conlinuant) বলা যেতে পারে।

নৈকট্য ধ্বনিকে আবার দু'টি ভাগে ভাগ করা যায় — মধ্যগামী (Median) ও পার্শ্বিক (Lateral)। উচ্চারকের নৈকট্য যখন গলা থেকে ওষ্ঠের দিকে সোজাপথে বা শ্বাসবায়ু জিহ্বার মধ্যরেখা বরাবর যাতায়াত করে তখন তাকে মধ্যগামী নৈকট্যধ্বনি বলে। মধ্যগামী নৈকট্য ধ্বনিকে ধ্বনিবিজ্ঞানীরা অর্ধস্বর (Semi-Vowel) রূপে চিহ্নিত করেছেন। বাংলা ভাষায় দু'টি অর্ধস্বর বর্তমান - ওয় (ŏ) এবং য় (j বা ĕ)। বোড়ো ভাষাতেও দুটি অর্ধস্বর আছে — ৱ (w) এবং য় (y)।

২.৩. ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ ও পরিবর্তন ঃ

ক - বর্গ ঃ

বাংলা ভাষায় ক্ কণ্ঠ্য, অঘোষ এবং অল্পপ্রাণ ধ্বনি। শব্দের যেখানেই অবস্থান করুক না কেন ক্ ধ্বনির উচ্চারণ রক্ষিত আছে। বোড়ো ভাষায় ক্ ধ্বনির উচ্চারণ নেই, তাই মহাপ্রাণতার ফলে ক্ খ্-তে রূপান্তরিত হয়। যেমন —

বাংলা	বোড়ো
কপাল >	খাফাল
ডাকাত>	দাখাথ
কোদাল>	খদাল

বাংলায় খ্ মহাপ্রাণ ধ্বনি। উচ্চারণে এই মহাপ্রাণতা বজায় থাকলেও শব্দের শেষে এবং শব্দের মধ্যে তার ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণে মহাপ্রাণতা কিছুটা ক্ষীণ হয়ে যায়।[২৪] যেমন — রাখতে (রাক্তে), শিখতে (শিক্তে), শাঁখ (শাঁক্) ইত্যাদি। বোড়ো ভাষায় খ্ অঘোষ, স্নিগ্ধতালব্য (Velar) এবং মহাপ্রাণ ধ্বনি। শব্দের যেখানেই থাকুক না কেন বোড়ো ভাষায় খ্-এর উক্ত উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য সর্বত্র দেখা যায়।

গ্ বাংলা ভাষায় কণ্ঠ্য, স্পর্শ, সঘোষ ও অল্পপ্রাণ ধ্বনি। ঘ্ কণ্ঠ্য, স্পর্শ, সঘোষ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি। বোড়ো ভাষায় গ্ দন্ততালব্য (Velar) সঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। তবে কখনও কখনও শ্বাসাঘাতের ফলে অল্পপ্রাণ গ্ মহাপ্রাণতা প্রাপ্ত হয়। আবার কখনও ঐ স্বরধ্বনির সংযোগে গী-তে রূপান্তরিত হয়। (বোড়ো ধ্বনিতত্ত্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত) পদান্তে গ্-এর উচ্চারণ 'G̃'-এর মতো অর্থাৎ জিহ্বা সম্পূর্ণভাবে তালুকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়। যেমন — হগ্ (ঠিক), যুগ ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় ঙ্ কণ্ঠ্য, নাসিক্য, সঘোষ ধ্বনি। শব্দের মধ্য ও অন্তে এই ধ্বনির ব্যবহার আছে। বোড়ো ভাষায় ঙ্ দন্তমূল তালব্য (Velar), নাসিক্য, সঘোষ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত। উক্ত দুই ভাষাতেই ঙ্ ধ্বনি মধ্য ও অন্তস্থানে ব্যবহৃত হয়। যেমন —

	মধ্য (Medial)	অন্ত্য (Final)
বাংলা ঃ	বাঙালি	সঙ
	বাংলা	রং

বোড়ো ঃ আংখাল (অভাব) থাং (যাওয়া)

আঁংখাম (ভাত) আং (আমি)

নাঙগীল (লাঙল) নখ্রাং (আকাশ)

ক্ বর্গের ধ্বনিগুলির মধ্যে বোড়ো ভাষায় খ্, গ্, ঙ্ - এই তিনটি ধ্বনির উচ্চারণ দেখা যায়। বাংলা ভাষার আঞ্চলিক স্তরে বোড়ো ভাষার উক্ত ধ্বনি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়। যেমন — প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষায় (কামরূপী) ক্-বর্গের উচ্চারণ সাধারণত পশ্চাৎকণ্ঠ্য। পুরঃকণ্ঠ্য উচ্চারণ ক্রমে তালব্য ধ্বনিতে রূপান্তরিত।[২৫] অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতা এবং নাসিক্যতার দিকে ঝোঁক বেশি।

যমন —

(ক) ক্ > ক্ + হ্ = খ্।

চৌকিদার > চখিদার,

মাকড়ি > মাখড়ি,

চরকা > চরখা।

(খ) গ্ > গ্ + হ্ = ঘ্।

আগুন > ওঘুন , লগ্ন > লঘন

(গ) খ্, ঘ্ > হ্

দেবঘর > দেহর, নমনমুখী (লজ্জাশীলা নারী) > নেমনমুহী

(ঘ) খ্ > গ্ > ঘ্

বৈশাখ > বৈশাগ > বৈশাঘ

(ঙ) ঙ ঃ করোঙ (করি), আইসঙ (আসি)

যাং (যাই), ভাবোঙ (ভাবি)

চ-বর্গ ঃ

বাংলায় চ্ দন্তমূলীয় তালব্য, অঘোষ, স্পর্শ এবং ঘৃষ্ট ধ্বনি। শব্দের আদি, মধ্য, অন্ত তিনটি অবস্থানেই বসে। ছ্ দন্তমূলীয় তালব্য অঘোষ, স্পর্শ এবং মহাপ্রাণ ধ্বনি, শব্দের যে কোন স্থানে ব্যবহৃত হয়। জ্ দন্তমূলীয়, তালব্য, সঘোষ, স্পর্শ এবং ঘৃষ্ট ধ্বনি। শব্দের যে কোন স্থানে অর্থাৎ আদি, মধ্য, অন্ত তিনটি স্থানেই এই ধ্বনি উচ্চারিত হয়। ঝ্ দন্তমূলীয়, তালব্য, সঘোষ, স্পর্শ এবং মহাপ্রাণ ধ্বনি। ছ্ ও ঝ্ ধ্বনির মহাপ্রাণতা ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণে এবং শব্দের শেষে ক্ষীণ হয়।[২৬]

বোড়ো ভাষায় বাংলা চ্ বর্গের একমাত্র জ্ ধ্বনিটিকে পাওয়া যায়। বোড়ো ভাষায় এই ধ্বনিটি দন্তমূলীয় সঘোষ ধ্বনি, উচ্চারণ ইংরেজি 'Z' এর মতো। বোড়ো ভাষার ধ্বনিগত পরিবর্তন নিম্নরূপ ঃ

ছ্ > স্ ঃ ছাতা > সাথা।

ঝ্ > জ্ ঃ ঝাউ > জাহাউ, ঝার > জাহার

বোড়ো ভাষার উক্ত উচ্চারণ প্রবণতা প্রান্ত উত্তরবঙ্গের (উপভাষা) আঞ্চলিক রূপে এবং পূর্ববঙ্গের (বঙ্গালী উপভাষায়) আঞ্চলিক ভাষা বৈশিষ্ট্যে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। যেমন —

প্রান্ত উত্তরবঙ্গের (কামরূপী) উপভাষায় চ্ এর উচ্চারণ ইংরেজি ts-এর মতো হয়, মহাপ্রাণ চ্ স্পৃষ্ট মহাপ্রাণ, উষ্মধ্বনি বা ইংরেজি S-এ রূপান্তরিত হয়। জ্-এর উচ্চারণ হয় dz-এর মতো, ঝ্ এর উচ্চারণও জ্ - এর অনুরূপ। চ্-বর্গের উচ্চারণের সময় জিহ্বার সম্মুখভাগ তালু স্পর্শ না করে মধ্যভাগ তালু স্পর্শ করে।[২৭]

চ্ > ছ্ ঃ খাঁচা > খাঁছা, চোচা > চছা

জ্ > ঝ্ ঃ দশজন > দজ্জন > দজঝন

ঝ্ > জ্ ঃ বোঝা > বোজা

পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় চ্, ছ্, জ্, ঝ্ - এই চারটি ব্যঞ্জনধ্বনির দন্ত্য উচ্চারণ পাওয়া যায়। দন্ত্য চ্ ও ঝ্ - এর উচ্চারণ যথাক্রমে ইংরেজি s ও z -এর অনুরূপ। ছ্ ও ঝ্ - ধ্বনি অল্পপ্রাণতা প্রাপ্ত হওয়ায় উচ্চারণে এর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।[২৮]

তালব্য ধ্বনির উষ্মীভবনঃ

ছ্ > জ্

যেমন — মাছ > মাজ

ট - বর্গ ঃ

বাংলা ভাষায় ট-বর্গের ট্, ঠ্, ড্, ঢ্ - এই চারটি ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হয়। ণ্-এর মূর্ধন্য উচ্চারণ বাংলায় নেই। 'ণ্'-এর উচ্চারণ বাংলায় দন্ত্য-ন্ এর মতো।

বাংলা ভাষায় ট্ মূর্ধন্য, স্পর্শ, অঘোষ এবং অল্পপ্রাণ ধ্বনি। ঠ্ মূর্ধন্য স্পর্শ, সঘোষ এবং মহাপ্রাণ ধ্বনি। ড্ মূর্ধন্য, স্পর্শ, সঘোষ, অল্পপ্রাণ ধ্বনি এবং ঢ্ মূর্ধন্য, স্পর্শ, সঘোষ; মহাপ্রাণ ধ্বনি। শব্দের আদি, মধ্য, অন্ত তিনটি স্থানেই ট্, ঠ্, ড্, ঢ্ - এর প্রয়োগ দেখা যায়।

বোড়ো ভাষায় ট্ , ঠ্ , ড্, ঢ্ ধ্বনির অস্তিত্ব নেই। সেজন্য আগন্তুক শব্দে (Loan Word) ট্, ঠ্, থ্-তে রূপান্তরিত হয় এবং ড্, ঢ় দ্-তে রূপান্তরিত হয়। (ধ্বনিতত্ত্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত)

ভাষাবিদ রামেশ্বর শ' বলেছেন যে, বাংলায় যে কয়েকটি ট্ বর্গীয় ধ্বনি আছে তাদের উচ্চারণ স্থান শক্ত তালুর সম্মুখ ভাগ অর্থাৎ প্রাক্ শক্ত তালু (Pre-palate)।[২৯] ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ট্ - বর্গীয় এই ধ্বনিগুলিকে উত্তর দন্তমূলীয় (Supra-alveolar) বা অগ্রবর্তী প্রতিবেষ্ঠিত (Forward or pre-retroflex) ধ্বনি বলেছেন।

ত-বর্গঃ

ত্, থ্, দ্, ধ্ বাংলায় দন্ত্য ধ্বনি (Dental Sound)। দাঁতের পেছনে জিভের ডগা স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়। কিন্তু ন্-ধ্বনি দন্তমূলীয় (alveolar), কারণ উচ্চারণের সময় দন্তমূলকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়।

ত্ অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি। থ্ অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি। দ্ সঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি এবং ধ্ সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি। ন্ সঘোষ নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি। উক্ত ধ্বনিগুলিকে আদি, মধ্য, অন্ত তিনটি স্থানেই প্রয়োগ করা যায়।

বোড়ো ভাষায় বাংলা ত্-বর্গের তিনটি ধ্বনি - থ্, দ্, ন্ পরিলক্ষিত হয়। তিনটি ধ্বনিই দন্তমূলীয় (alveolar)। থ্ অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি, দ্ সঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি এবং ন্ সঘোষ নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি। দ্, ন্, ধ্বনি শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত তিনটি স্থানেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। থ্- ধ্বনি সাধারণত আদি এবং মধ্য স্থানে ব্যবহৃত হয়, তবে আগন্তুক শব্দের ক্ষেত্রে অন্তভাগেও উচ্চারিত হতে দেখা যায়। যেমন - গাথ (সং. গ্রন্থি) — অর্থ বোঝা। বোড়ো ভাষায় অন্তঃশ্বাসমূলক মহাপ্রাণতার জন্য ত্ ধ্বনি থ্-তে (বোড়ো ধ্বনিতত্ত্বে উল্লিখিত) পরিণত হয়। বোড়ো ভাষায় থ্, দ্, ন্ ধ্বনির এরূপ প্রবণতা বাংলা ভাষার আঞ্চলিক রূপে বর্তমান।

প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষায় (কামরূপী) বোড়ো ভাষার উক্ত ধ্বনিগত প্রবণতাগুলি লক্ষ করা যায়। যেমন —

ত্ >থ্ ঃ পানতা > পন্‌থা, যন্ত্রণা >যনথনা

অল্পপ্রাণ অঘোষ ত্ > অল্পপ্রাণ ঘোষ দ্ ঃ

ভাত > ভাদ, সঙ্গত > সঙ্গদ

ন্ > ল্ ঃ জননী > জলনী, আনন্দ > আলন্‌দ

প - বর্গ ঃ

বাংলা ভাষায় প্ - বর্গের ধ্বনিগুলি দ্বি-ওষ্ঠ্য বা বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য ধ্বনি। সংস্কৃতের মূল স্বরূপেই বিদ্যমান। প্ অঘোষ, অল্পপ্রাণ, স্পর্শ ধ্বনি। ফ্ অঘোষ, মহাপ্রাণ, স্পর্শ ধ্বনি। ব্ সঘোষ, অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি, ভ্ সঘোষ, মহাপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনি এবং ম্ সঘোষ, নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি। প্রতিটি ধ্বনিই শব্দের আদি, মধ্য, অন্ত অবস্থানে উচ্চারিত হয়।

বাংলা ভাষার প্ বর্গের ধ্বনিগুলির মধ্যে বোড়ো ভাষায় তিনটি ব্যঞ্জনধ্বনি — ফ্, ব্, ম্ পাওয়া যায়। তিনটি ধ্বনিই দ্বি-ওষ্ঠ্য ধ্বনি রূপে উচ্চারিত। ফ্ বাংলা ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির মতোই অঘোষ, মহাপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনি। ব্ এবং ম্ ধ্বনিও অনুরূপভাবে যথাক্রমে সঘোষ, অল্পপ্রাণ, স্পর্শ ধ্বনি এবং সঘোষ, নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি। প্রতিটি ধ্বনিই বোড়ো শব্দের আদি, মধ্য, অন্ত অবস্থানে উচ্চারিত হয়।

বোড়ো ভাষার গবেষক মধুরাম বড়ো বলেছেন, ফ্ ধ্বনি ই, উ, ঔ ধ্বনির পূর্বে উচ্চারিত হলে উষ্মতা (Fricative) প্রাপ্ত হয়।[৩০] তুলনামূলকভাবে বোড়ো ভাষায় মহাপ্রাণতা প্রবল।

বাংলা ভাষার আঞ্চলিক স্তরে বোড়ো ভাষার প্রবণতাগুলি লক্ষ করা যায়। যেমন প্রান্ত উত্তরবঙ্গের (কামরূপী উপভাষা) ভাষায় নিম্নরূপ ধ্বনিগত পরিবর্তন দেখা যায় ঃ

প্ অন্তঃশ্বাসমূলক মহাপ্রাণতা > ফ্ ঃ পেখম > ফ্যাকম

অল্প > অল্ফ, গল্প >গল্ফ, বাপু > বাফু

ব্ অন্তঃশ্বাসমূলক মহাপ্রাণতা > ভ্ ঃ বাসা > ভাসা , বেশ > ভেশ ,ডোবা > ডভা

ফ্ > হ্ ঃ ফস্কানো > হস্কানো

(যেমন - হাত থাকি হস্কিয়া পড়িল।)

মহম্মদ আব্দুল হাই উল্লেখ কছেন "পূর্ববাংলার নোয়াখালি অঞ্চলে 'প্' ধ্বনিটি নেই। ওষ্ঠ্যবর্গীয় স্পৃষ্ট, 'প্' ও 'ফ্'-এর জায়গায় এঁরা ব্যবহার করেন ঘর্ষণজাত ফ্ (ইংরাজী f)-এর সমতুল্য ধ্বনি। একারণে তাদের মুখে 'পানি' হয়ে যায় 'ফানি', পাওয়া > ফাওয়া , ফুল> ful, ভ্ (bh) ও স্পৃষ্ট থাকে না, তাঁদের মুখে ইংরেজীর মতো 'V' ভাবে উচ্চারিত হয়। ভালো, ভারী, ভয় প্রভৃতি শব্দ তাঁদের মুখে আমরা 'valo', 'vari', 'vay' - এর মতো উচ্চারিত হতে শুনি।"[৩১]

অন্তঃস্থ বর্ণ ঃ

বাংলা ভাষায় র্ এবং ল্ ধ্বনি দন্তমূলীয় সঘোষ । র্ কম্পিত (Trill) ধ্বনি এবং ল্ পার্শ্বিক (Lateral) ধ্বনি। বোড়ো ভাষাতেও র্ এবং ল্ ধ্বনি অনুরূপভাবে দন্তমূলীয় সঘোষ এবং যথাক্রমে কম্পিত এবং পার্শ্বিক ধ্বনি।

য় (y)-কে বাংলায় অর্ধস্বর (Semi-Vowel) রূপে চিহ্নিত করা হয়। শব্দের আদিতে য়্-র প্রয়োগ নেই। শব্দের মধ্যে এবং শেষে এর উচ্চারণ অর্ধস্বরের মতো। যেমন - আয়না (আয়্না), ছায়া (ছায়্আ), বায়ু (বায়্উ), যায় (জায়), খায় (খায়্)।[৩২] বোড়ো ভাষাতেও য় (y) অর্ধস্বর (Semi-Vowel) রূপে উচ্চারিত । কিন্তু বাংলায় এটি তালুদন্তমূলীয় ধ্বনি (Palato-Alveolar Sound) এবং বোড়ো ভাষায় তালব্য ধ্বনির (Palatal Sound) অন্তর্গত। বাংলার অনুরূপ বোড়ো ভাষাতেও শব্দের আদিতে য়-এর প্রয়োগ নেই।

ৱ ধ্বনিটি বাংলায় ওয় /o / ধ্বনি রূপে উচ্চারিত । ভাষাবিদ রামেশ্বর শ' বলেছেন, ওয় ওষ্ঠ্য-স্নিগ্ধ-তালব্য (Labio-velar) বা কণ্ঠোষ্ঠ্য ধ্বনি।[৩৩] অর্থাৎ এই ধ্বনিটি উচ্চারণের সময় নীচের ওষ্ঠ্য (অধর) এবং জিভের পশ্চাৎভাগ উপরে উঠে এসে প্রায় একই সাথে ওষ্ঠ্য ও স্নিগ্ধতালুতে শ্বাসবায়ুকে বাধা দেয়। রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন "সংস্কৃতে অন্তঃস্থ, বর্গীয়, দুটো ব্ আছে। বাংলায় যাকে আমরা বলে থাকি তৎসম শব্দ, তাতেও একমাত্র বর্গীয় ব্-এর ব্যবহার। হাওয়া, খাওয়া প্রভৃতি ওয়া, ওয়ালা শব্দে অন্তঃস্থ 'ৱ'-এর আভাস পাওয়া যায়।"[৩৪]

বোড়ো ভাষায় ৱ (v/w) সঘোষ দ্বি-ওষ্ঠ্য (Bilabil) অর্ধস্বর (Semi-vowel)। শব্দের মধ্য এবং অন্ত অবস্থানে পরিলক্ষিত হয়। যেমন দাৱআ (এক প্রকার গাছ), জাৱ (জানালা), গাৱ (রং) ইত্যাদি।

উষ্মবর্ণ ঃ

সংস্কৃতে উষ্মধ্বনি বা শিস্ ধ্বনি (Sibilants) ছিল তিনটি 'শ্', 'ষ্' ও 'স্', তিনটিই ছিল স্বতন্ত্র স্বনিম (Phoneme)। বাংলায় শুধুমাত্র 'শ' স্বতন্ত্র স্বনিম রূপে স্বীকৃত। 'স্' এবং 'ষ্' - এর ব্যবহার থাকলেও এই দুটি ধ্বনি মূলধ্বনিরই পূরক ধ্বনি বা সহধ্বনি (allophone)। বাংলায় শ /ʃ/ দন্ত্য, সঘোষ উষ্মধ্বনি।

বোড়ো ভাষায় শিস্ধ্বনি (Sibilant) স (s) অঘোষ দন্তমূলীয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি। শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত এই তিনটি অবস্থানে ব্যবহৃত হয়। যেমন আদি - সু (অর্থ - পরিমাপ করা), মধ্য - গুসু (অর্থ - ঠাণ্ডা), অন্ত—মাস (বাংলাতেও মাস)।

বাংলা ভাষায় হ্ / h / প্রশস্ত উষ্মধ্বনি (Slit Fricative)। এটি সঘোষ কণ্ঠনালীয় উষ্মধ্বনি। হায়, হারাম, হইচই প্রভৃতি শব্দে এই ধ্বনি পাওয়া যায়। বোড়ো ভাষায় হ্ / h / উর্ধ্বকণ্ঠ ধ্বনি (Pharyngeal),

অঘোষ উষ্মধ্বনি। বোড়ো ভাষার গবেষক ফুকন বসুমাতারী হ্ ধ্বনিটিকে স্বরতন্ত্রীয় (Glottal) অঘোষ উষ্মধ্বনি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৩৫] বাংলা ও বোড়ো উভয় ভাষাতে আদি এবং মধ্য অবস্থানে এই ধ্বনিটি ব্যবহৃত হয়।

বাংলা ভাষার আঞ্চলিক রূপে উষ্মধ্বনির বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন "উত্তরবঙ্গের মালদহ অঞ্চলের দন্তমূলীয় শ ধ্বনির উচ্চারণ দন্ত্য কিংবা দন্তমূলীয় না হয়ে দু'টোর মাঝামাঝি জায়গা থেকে উচ্চারিত হয়।"[৩৬] যেমন — এসো (eso), বসো (baso), আসা (asa) ইত্যাদি।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন - "The Single-s-of common Bengali ... tends to become-h-in initial position ... and other positions of North Bengali."[৩৭]

প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষায় (কামরূপী) নিম্নলিখিত প্রবণতাগুলি দেখা যায় ঃ

(ক) উষ্মধ্বনি তালব্য ধ্বনিতে রূপান্তরিত ঃ

সিনান (স্নান) > ছিলান

সাবান > সাবোন >ছাবন

স্নান > ছান

স্নেহ > ছেন্হ ইত্যাদি।

(খ) উষ্ম > দন্ত্য বা কণ্ঠ্য ঃ হইছিস (হয়েছিস) > হইছিস >হইসিদ > হইসিত। নিশ্শাস (নিশ্বাস) >নিক্কাস্ > নিকাস।

পূর্ববঙ্গের ভাষায় শব্দের আদিতে অঘোষ মহাপ্রাণ অবিকৃত থাকে, সঘোষ মহাপ্রাণ ঘোষবৎ কণ্ঠনালীয় স্পর্শ অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন - "শব্দের মধ্যে যদি মহাপ্রাণ ধ্বনি বা হ-কার থাকে, তাহা হইলে প্রথমতঃ সেই মহাপ্রাণের স্থলে কণ্ঠনালীয়-স্পর্শ -মিশ্র অল্পপ্রাণ এবং হ্ -কারের স্থলে কণ্ঠনালীয় স্পর্শ ধ্বনি আসে এবং পরে এই অল্প প্রাণের সহিত যুক্ত কণ্ঠনালীয় স্পর্শ ধ্বনি ও হ্-কার জাত শুদ্ধ কণ্ঠনালীয় স্পর্শ ধ্বনি নিজ স্থান পরিত্যাগ করিয়া, শব্দের আদ্য অক্ষরে আসিয়া উচ্চারিত হয়।"[৩৮]

যেমন — পাখা = পাক্হা > পাক্া > প'াকা,

কথা = কত্'আ > ক'অতা

কাঁঠাল = কাট্হাল > কাট'আল > ক'আডাল

লাঠি = লাট্হি > লাট্'ই > ল'াডি

বাংলা ও বোড়ো ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির তুলনামূলক আলোচনা করে দেখা যায় দুটি ভাষাতেই সাদৃশ্যপূর্ণ কিছু ব্যঞ্জনধ্বনি আছে। তুলনামূলকভাবে বোড়ো ভাষায় মহাপ্রাণতা বেশী। বাংলা ভাষার আঞ্চলিক স্তরে বিশেষত প্রান্ত উত্তরবঙ্গের (কামরূপী উপভাষা) ভাষায় তিব্বত বর্মী ভাষার পারস্পরিক লেনদেন বর্তমান। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় ঘ্, ঝ্, ঢ্, ধ্,, ভ্ ধ্বনিগুলির যথাক্রমে গ্', জ্', ড্', দ্' র্' উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যে তিব্বত-বর্মী প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩৯] সুতরাং বোড়ো ভাষার স্বনিমীয় বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিক বাংলা ভাষারূপের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

তথ্যসূত্র ঃ

১. ড. রামেশ্বর শ' ঃ সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, ১৪০৩ পৃ: ২৭৪

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শব্দতত্ত্ব - বাংলা উচ্চারণ, পৃ: ৭

৩. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ঃ বাগর্থ, ১৯৬৫, পৃ: ৫১

৪. সুভাষ ভট্টাচার্য ঃ বাঙালীর ভাষা, ২০০০, পৃ: ৯৪-৯৫

৫. ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক ঃ প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা, ক. বি. ১৯৮৫, পৃ: ৫১

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলা ভাষা পরিচয়, পৃ: ৪৬৯

৭. Dr. Pramod Ch. Bhattacharya : A Descriptive Analysis of the Boro Language, G.U., 1977, p. 49

৮. Dr. Madhuram Baro : The Boro Sturucture — A Phonological and Grammatical Analysis, 2001, p. 4

৯. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ঃ আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, ১৯৯৭, পৃ: ২০৪

১০. Dr. Pramod ch. Bhattacharya : ibid, p. 48

১১. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ঃ প্রাগুক্ত পৃ: ২০৩

১২. ড. সুভাষ রায়চৌধুরী ঃ পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা, পৃ: ৪৮

১৩. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ঃ প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৪

১৪. সুকুমার সেন ঃ ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃ: ২১৭

১৫. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ঃ প্রাগুক্ত, পৃ: ২১৪

১৬ Dr. Suniti Kr. Chatterji : ODBL, pp. 416-420.

১৭. পবিত্র সরকার ঃ 'বাংলা দ্বিস্বরধ্বনি', মৃণাল নাথ সম্পাদিত, ভাষা, ১৯৮৫-৮৬ যুগ্মসংখ্যা

১৮. Dr. Suniti Kr. Chatterji : A Brief Sketch of Bengali Phonetics, London, 1921, p. 14

১৯. ড. রামেশ্বর শ' ঃ প্রাগুক্ত পৃ: ২৪৩

২০. সুভাষ ভট্টাচার্য ঃ বাঙালীর ভাষা, ২০০০, পৃ: ৮৫

২১. পবিত্র সরকার ঃ ভাষাজিজ্ঞাসা, নবম-দশম, ১৯৯১, পৃ: ৩৫

২২. ড. রামেশ্বর শ' ঃ প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৮-২৪৯

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫০

২৪. সুভাষ ভট্টাচার্য ঃ প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৬

২৫. ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক ঃ প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৮

২৬. সুভাষ ভট্টাচার্য ঃ প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৬

২৭. ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক ঃ প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৯

২৮. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ চ-বর্গীয় ধ্বনিসমূহের উচ্চারণ, বাঙলা ভাষা (প্রথম খণ্ড), হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, ১৯৯৭, পৃ: ৩১৩

২৯. ড. রামেশ্বর শ' ঃ প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১৩

৩০. Madhuram Baro: The Boro Structure - A Phonological and Grammatical Analysis, 2001, p.

৩১. মুহম্মদ আবদুল হাই ঃ আমাদের বাংলা উচ্চারণ, বাঙলা ভাষা (প্রথম খণ্ড), হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, ১৯৯৭, পৃ: ২৬৫

৩২. সুভাষ ভট্টাচার্য ঃ প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৭

৩৩. ড. রামেশ্বর শ' ঃ প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৪

৩৪. পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৪শ খণ্ড, 'বাংলাভাষা পরিচয়,' ১২শ অধ্যায়, পৃ: ৪৭৪-৭৫

৩৫. Phukan Basumatary : An Introduction to the Boro Language, 2005, p. 17

৩৬. মুহম্মদ আবদুল হাই ঃ প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৪

৩৭. Dr. S. K. Chatterji : ODBL, 2002., p. 143

৩৮. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ১৯৬২ ,ক.বি. পৃ: ১৭৪

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৭